গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।

স্মারক নং: ৩৭.০২.৪৭০০.০০০.০১.০০১.১৭-১৬৯৫

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ / ২৪ মে ২০২৩

বিষয়: জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ এর বিভাগীয় পর্যায়ের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত কবিতা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রার্থীদের বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ নির্বাচন করা হলো।

গ্রুপ	কবিতার নাম	লেখক
ক	স্বাধীনতা তুমি	শামসুর রহমান
খ	স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হ'ল	নির্মলেন্দু গুণ
গ	মানুষ	কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ	বঙ্গবন্ধু তোমাকে খোলা চিঠি	শাহজাহান আবদালী

বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: নির্বাচিত কবিতাসমূহ।

২৪/০৫/২০২৩

(প্রফেসর শেখ হারুনর রশীদ)
পরিচালক
ফোন: ০২৪৭৭৭০৩৪৯৯

জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল।

স্মারক নং: ৩৭.০২.৪৭০০.০০০.০১.০০১.১৭-১৬৯৫

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ / ২৪ মে ২০২৩

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ:

১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল।
২. সংরক্ষণ নথি।

২৪/০৫/২০২৩

(প্রফেসর শেখ হারুনর রশীদ)
পরিচালক

স্বাধীনতা তুমি

-শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে-ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।
স্বাধীনতা তুমি

উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান,
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হ'ল

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: 'কখন আসবে কবি?'
এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি ,মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ ... ।
হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, — এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখন্ড অখন্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।
কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,

পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মত শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: "কখন আসবে কবি?' "কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অত:পর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

মানুষ
কাজী নজরুল ইসলাম

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।-
পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!-
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাত দিন!'
সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারি ফুকারি কয়,
ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'
মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত-রুটি
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটিকুটি!
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন,
বলে 'বাবা, আমি ভুকা-ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা – 'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা,
ভুখা আছো মরো গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নামাজ পড়িস বেটা?'
ভুখারী কহিল, 'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল – 'তা হলে শালা,
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা!
ভুখারি ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে-
'আশিটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা'বলে বন্ধ করনি প্রভু!
তব মসজিদ-মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি!'
কোথা চেঙ্গিস, গজনি-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?

ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া-দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি-শাবল চালা!
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভন্ড গাহে স্বার্থের জয়!
মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি
ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে,
পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল! -মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; -গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।
আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মাদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবীর, -বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরি এঁরা পিতা-পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম-বেশি করে প্রতি ধমনীতে রাজে!
আমরা তাঁদেরি সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ,
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।
হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম।
হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদী ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়ত উহারই বুকে ভগবান্ জাগিছেন দিবারাতি!
অথবা হয়ত কিছুই নহে সে, মহান উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়!
হয়তো ইহারি ঔরসে ভাই ইহারই কুটির-বাসে
জন্মিছে কেহ- জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে!
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ, যে মহাশক্তিধরে
আজিও বিশ্ব দেখনি,-হয়ত আসিছে সে এরই ঘরে!
ও কে? চন্ডাল? চম্‌কাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।
আজ চন্ডাল, কাল হ'তে পারে মহাযোগী-সম্রাট,

তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দীপাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও-হেলা কাহারে বাজে!
হয়ত গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা বলে কর ঘৃণা!
দেখো চাষা-রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কি না!
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,
তারাই আনিল অমর বাণী-যা আছে রবে চিরকাল।
দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী,
তারি মাঝে কবে এলো ভোলা-নাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি!
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
সে মার রহিল জমা-
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!
বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ, দু'চোখে স্বার্থ-ঠুলি,
নতুবা দেখিতে, তোমারে সেবিতে দেবতা হ'য়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত-সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু? তুমি তা দিয়ে মিটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনোখানে!
তোমারি কামনা-রানি
যুগে যুগে, পশু, ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি।

বঙ্গবন্ধু তোমাকে খোলা চিঠি

- শাহজাহান আবদালী

দীর্ঘ, দীর্ঘ যন্ত্রণা
দীর্ঘ দীর্ঘ অধীনতা
সুদীর্ঘ কালের কষ্ট সয়ে সয়ে বাঙালি জেগে ওঠে
আসাদ, নূর হোসেন, ক্ষুদিরাম
দীনেশ, প্রফুল্ল চাকী
তারো আগে তিতুমীর ঈশা খাঁ জেগেছিল
পাহাড়ে যুদ্ধসুর ছড়ালো প্রীতিলতা
সূর্য সেন বীরদর্পে ঝুলেছিল ফাঁসে
এভাবে সালাম, রফিক, বরকতের রক্তের ধারা
এভাবে ত্রিশ লক্ষ প্রাণ দিয়েছিল বলি,
এভাবে সহস্র যুগের সেরা বীর মুজিবুর।

বঙ্গবন্ধু, প্রিয় মহানায়ক
তুমিই দেখালে পথ মুক্তির সোনালী সূর্যের
তুমি, শুধু তুমিই সত্য আজ,
তুমিই চিনালে দিন স্বাধীন সত্তার।

কাল সাক্ষী, সাক্ষী পতাকা
সত্য সাক্ষী, সাক্ষী মধুমতি
সাক্ষী সেই সেই যমকালো পনেরোর রাত
জাতির অস্তিত্ব তুমি
নিহত হলে আপনের হাতে।
আপন ঘাতক হয়
ভৃত্য হয় ঘৃণ্য আততায়ী!
আকাশ বিস্ময়ে বিমূঢ় চেয়ে ছিল
সেই রাতে ওঠে নাই চাঁদ
শুকতারা ফোটে নাই রাত্রির শেষে
শুধু কিছু কবুতর ডানা মেলে
তুলেছিল শোকের আহাজারি
এই ঘৃণা, এই পাপ, এই কষ্ট হাওয়ায় ছড়ায়।

তারপর ইতিহাস মুখ ঢেকে কাঁদে
ঘাতক-ভৃত্য সাজে জাতির রক্ষক
পিতৃঘ্ন পাপপুত্র বসে পড়ে পিতার আসনে
ফুঁসে ওঠে মধুমতি; অভিশপ্ত তুমি!

অভিশাপ দিয়ে ওঠে বঙ্গোপসাগর
অভিশপ্ত ঘাতক তুমি, অভিশপ্ত পাপী।

অভিশাপ লেগেছিল; ঘাতকেরা মৃত্যুর স্বাদ নেয়
তারপরও আড়ালে থাকা সহস্র শত্রু জেগে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু, জনক আমাদের
তোমার পবিত্র ভূঁয়ে ঘাতকেরা শাসক সেজে যায়
স্বজনের রক্তে পাওয়া পতাকা ওড়ে রাজাকার বাহনে।
এ লজ্জা তোমার নয়, আমাদের ভুল
এ লজ্জা আমাদের ভুলের পরিণতি
তবে ভুল করে আর কোনো ভুল নয় পিতা
এবার ভুলের বনে ফোটাবোই নির্ভুল ফুল
এবার শত্রু হবে শত্রু আমাদের
এবার মিথ্যা হবে সম্পূর্ণ বিনাশ।

তুমিই সত্য শুধু, আর সত্য তোমার কীর্তি
সত্য এই স্বাধীনতা, ত্রিশ লাখ স্বজনের স্মৃতি।